ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

"রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা যে শুধু সুরের জন্যই তা ভালবাসেন তা মনে হয় না, তাঁরা কবির গানের কথার মধ্যেও হারিয়ে যেতে ভালবাসেন। কথায়, সুরে মিশে সে গান তখন কি শিল্পী কি শ্রোতার অন্তর্মনের কথা হয়ে ওঠে -- "

শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

আমার বাল্যকালে প্রতি রবিবার সকালে রেডিওতে "রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার আসর" অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হোত ও সেইসময় শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র শেখাতেন। প্রতি সপ্তাহে আমি ঐ গান শেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম এবং ঐভাবে বেশ কিছু গান শিখেছি।

তারও আগের স্মৃতিতে মনে পড়ে আমার বাবা আমার ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াচ্ছেন "জনগণমন" গানটি গেয়ে -- শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পায়চারি করতে করতে সম্পূর্ণ গানটি গাইছেন, তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রুধারা গাল বেয়ে পড়ছে , মাঝে মাঝে গলাও রুদ্ধ হয়ে আসছে। এই গানটির প্রিয় পংক্তিগুলি "রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব -উদয়গিরি ভালে" -- বার বার গাইছেন। সেই গান শুনতে শুনতে আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ হয়ে গেল। ঐ বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন ভাল লাগত তা বিশ্লেষণ করতে পারব না, কিন্তু গানগুলি নিঃসন্দেহে আমাকে আকর্ষণ করত সেই বয়স থেকেই।

আরেকটি অভিজ্ঞতা যা আমার জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল , সেটি এখানে উল্লেখ করি। আমার বিদ্যালয় জীবন কেটেছে জামশেদপুরে। আমার ছোটবেলায় জামশেদপুরের বাঙ্গালী সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক দিকে অগ্রণী ছিলেন। তাই সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান লেগে থাকত এবং স্বনামধন্য শিল্পীরা এসে অনুষ্ঠান করতেন। মামনি (শ্রীমতী রেবা লালা) ও মেশো (৺শ্রী অমর লালা) আমাকে ঐসব বড় বড় শিল্পীদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। প্রথম সারিতে বসে সকলকে চাক্ষুস দেখার ও তাদের মর্মস্পর্শী গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে মামনি ও মেশোর চেষ্টায় ও ঈশ্বরের করুণায়। সর্বপ্রথম যে গানটি আমাকে চমক লাগায় সেটি শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া – "সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান"-- তার আগে স্কুলের প্রার্থনার জন্য অনেকগুলি গান শিখেছিলাম , তার মধ্যে এই গানটিও ছিল। কিন্তু সেদিন ওনার দীপ্তকণ্ঠের পরিষ্কার উচ্চারণে ও আবেগে গানটি অন্য মাত্রা পেল। এর পর আরো অনেক গান উনি গাইলেন। প্রত্যেকটি অনবদ্য। তবুও ঐ প্রথম গানটি শোনার সময় আমার যে রোমাঞ্চ ও শিহরণ জেগেছিল তা আজও ভুলতে পারি নি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ঐ স্থানেই বসে ছিলাম বহুক্ষণ। পরবর্তীকালে ৺শ্রী সুবিনয় রায় , ৺শ্রী সাগর সেন , ৺শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় , ৺শ্রী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় , শ্রীমতী কমলা বসু এবং আরো বহু গুণী শিল্পীদের গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে , আর সেই সব অভিজ্ঞতা আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসা ও ভাল লাগার পথে সাহায্য করেছে।

আমাদের স্কুলের গানের শিক্ষিকা ছিলেন ৺শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায় (আমাদের মীরাদি)। তাঁর কাছেও পূজা পর্যায়ের বেশ কিছু গান , ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাসঙ্গীত শিখেছি। তাঁর কাছে আমি ঋণী। মিষ্টুনীদি (ডঃ সুদক্ষিণা দাস) আমাকে "চণ্ডালিকা"র গান শিখিয়েছেন। এছাড়া পরবর্তীকালে আমার পিসতুতো দাদা (শ্রী দুর্গাচরণ মজুমদার) আমার একান্ত অনুরোধে কয়েকটি গান আমাকে শিখিয়েছেন। বর্তমানে তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

"সংসারে লাভ-ক্ষতি, কলহ-কোলাহল, ঈর্ষা-ক্ষুদ্রতা এত বেশী যে ভাল লাগার অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা কতটুকুই বা ঘটে আর হয়ত তাই জন্য রবীন্দ্রনাথের গান শিল্পী গাইতে ভালবাসেন ও শ্রোতারা শুনতে ভালবাসেন। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এতে উভয়েরই ঘটে চিত্তশুদ্ধি। কত ভাবে, কত ভঙ্গিতে, কত আভাসে-ইঙ্গিতে কবি তাঁর ভাব-ভাবনাগুলিকে গানে, কথায় প্রকাশ করে গেছেন, সে কথা ভেবে দেখলে বিস্ময় জাগে, চমক লাগে" -- শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একই গান যা ছোটবেলায় গেয়ে যে অনুভূতি হয়েছে, বয়সের সাথে সাথে ও পরিস্থিতির সাথে তার অর্থ নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। যেমন "পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে" -- এই গানটির এক নতুন তাৎপর্য পেলাম আমার দিদি অসময়ে চলে যাবার পর। "যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া" -- এই যাওয়ার আকুলতা কতটা আর সেটি কতখানি আকাঙ্খিত তা বোঝা যায় যখন গাওয়া হয় – "বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে, রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে, যাবার লাগি মন তারি উদাসে"। আবার আরেকটি গানের লাইন আমাকে নতুন কোরে নাড়া দিল – "তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই" -- সেই অবস্থাতেই "মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কুপ", অথবা "ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে, অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে" (শেষ নাহি যে)। এই লাইনটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় –

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"।

(অর্থ -- এই আত্মা জন্মরহিত শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরকে হনন করিলেও ইনি নিহত হন না।)

রবীন্দ্রনাথের গান কখন যে নির্দ্দিষ্ট পর্যায়ের বাঁধ ভেঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তা আমরা সবসময় উপলব্ধি করতে পারি না তবুও বলব পূজা পর্যায়ের গান আমাকে খুব বেশী রকম আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার পূজা; মন্ত্রোচ্চারণের থেকে অনেক সহজে আমি এই গানে আত্মনিয়োগ করতে পারি। জীবনে নানান পরিস্থিতিতে যখনই পথ হারিয়ে ফেলে দিশাহারা

মনে হয়েছে , তখনই এই গান আমার পাথেয় হয়ে আমাকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। আবার একই গান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে , যেমন "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" কিম্বা "এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে" এই গানগুলি প্রেম পর্যায়ে বিন্যস্ত হলেও আমার কাছে এখন এগুলির অর্থ ভগবৎ প্রেম বা পূজা । রবীন্দ্রনাথের গানের অর্থ বোঝার জন্য উপলব্ধির প্রয়োজন । আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বা শুনতে থাকলে এই উপলব্ধিতে পৌঁছানো যায় বলে আমার ধারণা। আমার বাবার কাছে একসময় শুনেছিলাম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন দেবর্ষি , তাঁর লেখা , কবিতা বা গান যে পড়ে অথবা শোনে , তার আর নতুন করে বেদ , উপনিষদ পড়ার প্রয়োজন হয়না । এখন যখন ব্রহ্মসঙ্গীত বা পূজা পর্যায়ের গানগুলি শুনি অথবা গাই , তখন বাবার কথাটি ধ্রুব সত্যি বলে মনে হয় ।

আরও কয়েকটি গান যেগুলি আমাকে বিস্মিত করে চমক লাগায় , সেগুলি হল – "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা", "মহাবিশ্বে মহাকাশে" -- এগুলিতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একটি ছবি আমার মানসচক্ষে ধরা দেয় অথবা "তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু , হারায় না কভু অনু পরমাণু" -- (অল্প লইয়া থাকি তাই) এটি কবির বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রকাশ বলে মনে হয় ।

আনন্দময় মুহূর্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করি কিনা তা বলা মুস্কিল , কিন্তু উদাস মনে , ব্যথিত চিত্তে , কিংবা বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই ঈশ্বরের দিকে মন ধায় আর সেই সময় রবীন্দ্রসঙ্গীতই আমার পূজা, আমার আকুতি ।

দু বছর আগে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে পা ভেঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম । অপারেশন তখনো হয় নি, তাই যন্ত্রণায় কাতর । যতই মনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি কিছুতেই পারছি না । সেই সময় রাত্রে ঘুমের ওষুধ, ব্যথার ওষুধ কিছুই কাজ করছে না -- হঠাৎ একটি গান মনে পড়ে গেল – "আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে"। গানটি গুনগুন করতে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন অনেকটা শান্ত হল ও এই ধরণের গান একের পর এক মনে পড়তে লাগল – "সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি", "ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি"? "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি"। ধীরে ধীরে দুর্ঘটনার অন্য আরেকটি দিকও আমার কাছে পরিস্কার হল । এইরকম অনেক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে ধাবিত করে আর রবীন্দ্রসঙ্গীত এগুলির স্বরূপ দেখাতে সাহায্য করে । বলা যায় একে অন্যের পরিপূরক । এখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পথের দিশারী হয়ে আমাকে পথ চলার আনন্দ দিয়ে চলেছে । তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চাই –

রবীন্দ্রসঙ্গীতই "আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"। ❑

ラビンドラナート・タゴール生誕150年

日付：2011年6月11日(土)
場所：タワー・ホール船堀、5階

興味がある方と参加したい方お早めに連絡をお願い致します:

神戸朋子	043-252-1589
ムカルジ・カラビ	090-6513-8850
ゴーシュ・ビシュワ	080-5640-2087

150th Birth Anniversary of Rabindranath Tagore

Celebrations on: June 11th (Saturday), 2011
Venue: *Tower Hall Funabori* (5F, Small Hall)

Interested participants please contact as early as possible:

Bhaswati Ghosh	044-511-1299
Sudipta Roy Choudhury	090-7230-6940
Samudra Duttagupta	090-6529-1959